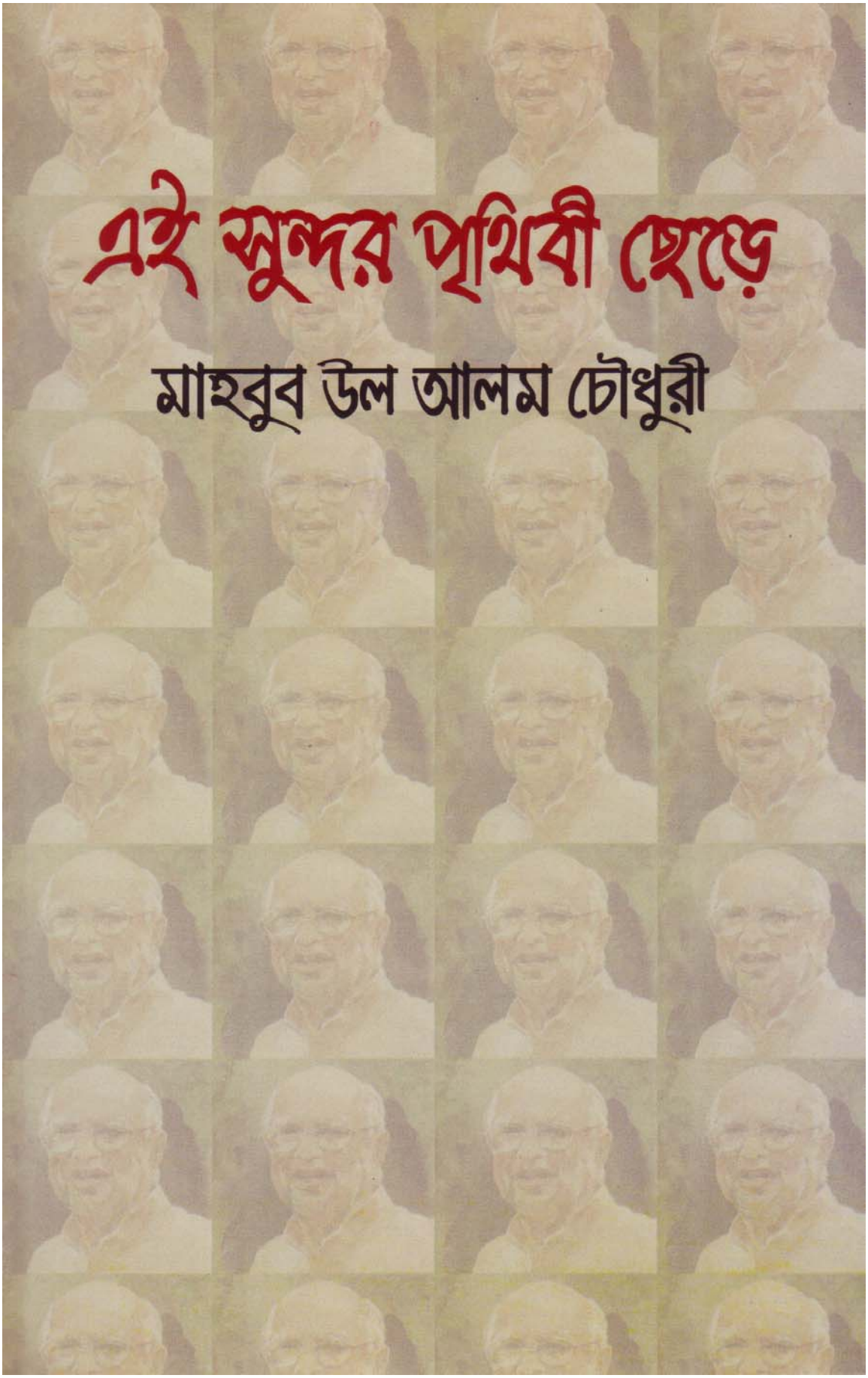

এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে

মাহবুব উল আলম চৌধুরী

এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে

মাহবুব উল আলম চৌধুরী

প্রকাশক
ফোরকান আহমদ বিএ অনার্স; এমএ
স্বত্বাধিকারী, পালক পাবলিশার্স
৮/২, নর্থ সাউথ রোড, পুরানা পল্টন
বাণিজ্যিক কার্যালয় : ১৭৯/৩, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৪৫৮১৬, ০১৭২০৩০৮৮৬১

প্রথম প্রকাশ
পৌষ ১৪১৫
পঞ্চদশ আন্তর্জাতিক ঢাকা বইমেলা ২০০৮

গ্রন্থস্বত্ব
সাফিনা আহমেদ
ইসতিয়াক আহমেদ

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরীর আঁকা পোট্রেট দিয়ে সাজিয়েছেন
মোকতাদুল হক

মুদ্রণ
মাটি আর মানুষ
১৭৯/৩, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০

মূল্য ঃ একশত ত্রিশ টাকা

EI SUNDOR PRITHIBI CHERE : (a collection of articles) by Mahbub ul Alam Chowdhury. Published by Forkan Ahmad. Proprietor, Palok Publishers, 8/2, North South Road, Puranapalton, (Contract : 179/3, Fakirerpool) GPO Box No 415, Dhaka-1000, Bangladesh. Cover designed by Moktadul Hoque using potrait of Qayyum Chowdhury, First published December 2008, Price Tk.130.00 US $ 10

ISBN 984 445 238 04

কবির ইচ্ছানুয়ায়ী বইটি
তাঁর স্নেহাস্পদ রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী
মালেকা আজীম
এবং
জাহানারা ইসলামকে
উৎসর্গ করা হলো

কবি মাহবুব উল আলম চৌধুরী আমাদের দোতলার বেলকনীতে দাঁড়িয়ে প্রায়ই বলতেন– এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবো? কোথায় যাবো? সাথে সাথে তিনি যেন গভীর বিষণ্নতায় ডুবে যেতেন। মনে হতো নিশ্চুপ হয়ে প্রকৃতি, আকাশের নীল ফুল আর পাখির কূজন অনুভব করতেন। কথা আর বলতেন না কারো সাথে কিছুক্ষণ।

কিছুটা প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠলে তাকে বলতাম– জীবনে যা পেয়েছো, তা উপভোগ করাতেই অশেষ শান্তি। অশেষ আনন্দ। বাকহীন মাথা নেড়ে সমর্থন জানাতেন।

এভাবে এতগুলো কবিতা কখন লিখলেন বুঝতে পারিনি। জীবনের শেষ প্রান্তে আরেকটি কবিতার বই ছাপাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। এর জন্য কাজ করতে গিয়ে তার ডায়রিতে খুঁজে পেলাম ঠিক একই শিরোনামের একটি কবিতা– এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে ....॥ এই বইয়ের নামকরণ এটাই যথার্থ মনে করেছি।

এছাড়া বিভিন্ন ডায়রিতে বা নোট বইয়ের পাতা থেকে কিছু গুচ্ছ কবিতাও পাওয়া গেছে। 'গান' শিরোনামেও কিছু কবিতা লিখেছেন। একশটা গান লিখে একটা 'গানের বই' প্রকাশ করার কথাও দুয়েকবার আমাকে বলেছেন। কিন্তু তার আর সময় হয়নি।

কবির সহকারী আবদুর রহিম এ গানগুলো বিভিন্ন ডায়রির পাতা থেকে এবং নোট বই থেকে খুঁজে খুঁজে বের করেছে। এত কবিতা-গান কখন লিখলেন– ভাবতেও অবাক লাগে। কোনো কোনোটার পাশে লাল কালি দিয়ে লিখে রেখেছেন 'আবার সাজিয়ে লিখতে হবে'। সময় হলো না আর। তাই যেভাবে প্রথম খসড়া পেয়েছি ঠিক সেভাবেই ছাপানো হয়েছে। তার ইচ্ছার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে যে কবিতাগুলোকে 'গান' শিরোনামে লিখেছেন, সেগুলো দ্বিতীয় পর্ব হিসেবে সংযুক্ত করা হয়েছে।

জীবনের শেষ পর্যায়ে প্রায় প্রতিদিনই কোনো না কোনো অনুষ্ঠানে যেতেন। সারা সকাল স্মৃতিকথা অথবা দৈনিক পত্রিকার জন্য কলাম লিখতেন। যখনই যা লিখতেন আমি অফিস থেকে ফিরতেই আমাকে পড়ে শোনাতেন। কিন্তু শেষের দিকে পড়ে শোনাবার সময়টুকু ব্যয় না করে, মনে হয় শুধু কবিতাই লিখেছেন।

এটা উপলব্ধি করলাম এই বই ছাপাবার জন্য কবিতাগুলো গোছাতে গিয়ে। অবশেষে দুটো বই ছাপাবার সিদ্ধান্ত হলো।

স্নেহাস্পদ ফোরকান আহমদ বইটি অত্যন্ত যত্ন সহকারে ছাপিয়েছেন। কাইয়ুম চৌধুরীর আঁকা 'এক অবিস্মরণীয় কবিতার জনক' বইয়ের অনুসরণে মোকতাদুল হক বিশেষ ধৈর্য সহকারে এই বইয়ের প্রচ্ছদ সাজিয়ে দিয়েছেন। সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

জামাতা ইশতিয়াক আহমেদ এবং আবদুর রহিমের সহায়তায় আমি কবিতাগুলো সূচিক্রম তৈরি করেছি। এতে কোনো ত্রুটি হয়ে থাকলে তার জন্য সকলের কাছে ক্ষমা প্রার্থী।

জওশন আরা রহমান
সীমান্ত
বাড়ি-৪৮, রাস্তা-২০
সেক্টর-৩, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০

সূচিক্রম

এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে ৫
আকাশের সব তারা ৬
আমি কবি হয়ে উঠি ৭
প্রদীপ্ত সূর্যের আলো ৮
তোমার আবেগের নদী.....৯
তোমার আসার আশায়.....১০
হয়তো এসেছে কেউ ১১
সব দেবো ১২
এই প্রত্যাশা.....১৩
এ-তো চিঠি নয়.....১৪
রক্তকমল ১৫
বহু অনুক্রম শেষে ১৬
ভীরু হরিণী.....১৭
সাদা বেলি ফুল ১৮
বেদনার বিপন্নতায় ১৯
তুমি হয়ে যাই.....২০
তুমি কি বোঝ না ২১
তোমার চুলের অবাধ্যতা.....২২
পৃথিবীর বুক থেকে ২৩
একবার ফিরে এসো.....২৪
তবু ভালোবাসবো ২৫
তবু চলে এসো.....২৬
তোমার আকাশে.....২৭
তোমাকে দেখার আগেই.....২৮
অটোগ্রাফ.....২৯
অন্য কিছু– আরো কিছু ৩০
লাভ লোকসান.....৩১
একজন শ্রোতা চাই.....৩২
হৃদয়ের অভ্যন্তরে.....৩৩
এতদিন কোথায় ছিলে তুমি ৩৪
তুমি নাই.....৩৫
জীবন যখন শুকিয়ে থাকে ৩৬
সুখী হও, সুখী করো ৩৭
শুধু আমি থাকবো না.....৩৮
আমি তো ভালোই ছিলাম ৩৯
মেঘ কাঁদে.....৪০
আমার জন্য ৪১
তোমার কথা মনে পড়ে.....৪২
গুচ্ছ কবিতা ৪৩
কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি.....৪৭

এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে

এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে
যখন চলে যাব
মাটির নীচে, স্বর্গ নরক কিংবা আসমানে
কোথায় কখন কে জানে।
যখন পৃথিবীর
আলো দেখা থেমে যাবে
কোনোদিন দেখব না আর সুন্দর বনভূমি
আর কোনোদিন দেখব না আমার জীবনের প্রথম তুমি
দেখব না নদী সমুদ্র পাহাড়
হাজার জাতের ফুলের বাহার!
তখন আমার কথা
স্মরণ করে
অশ্রুবিন্দু ফেলো না কেউ
তোল না বুকের মাঝে স্মৃতির ঢেউ।

আকাশের সব তারা

কেন যে তুমি লুকালে আড়ালে
বেদনার বাটি ছুঁড়ে দিয়ে
পেছন ফিরে দাঁড়ালে
আমি যে কত সুরে তোমাকে ডাকি
তোমার আসার পথে
প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখি
সহসা যে প্রদীপ কেন
তুমি নিজ হাতে নিভালে।
অকারণে আমাকে কাঁদালে।

যেদিন প্রথম তোমাকে দেখেছি
আকাশের সব তারা
ঘরে এনে রেখেছি
তোমাকে দেব বলে
তারার মালা গেঁথেছি
কেন তুমি
আমার সে মালা
পা দিয়ে মাড়ালে
কেন পেছন ফিরে দাঁড়ালে।
অকারণে আমাকে কাঁদালে।

আমি কবি হয়ে উঠি

যে দুয়ার নিজের হাতে খুলে দিলে
সে দুয়ার আবার বন্ধ করো না সখী
বন্ধ করো না।
যে রাখী আবার
নিজের হাতে বেঁধে দিলে
সে রাখী খুলে নিয়ো না সখী
তোমার কণ্ঠ শুনলে, তোমার মুখ দেখলে
আমি কবি হয়ে উঠি
সহসা গোলাপ হয়ে ফুটি
সে মুখ কোনোদিন ফিরিয়ে নিয়ো না
আমাকে কাঁদিও না সখী
কাঁদিও না।

প্রদীপ্ত সূর্যের আলো

মাকে পাওয়ার আগেই
হারিয়েছে
তোমাকে পেয়েছি বড্ড দেরিতে
তোমাকে সম্পূর্ণ করে পাওয়ার আগে
হারাতে চাইনা
বাসনার জাগরণকে
আমি হৃদয়ে ধারণ করে
প্রেমে পরিণত করতে চাই
গাছপালা যেমন সূর্যমুখী হয়ে
আকাশ স্পর্শ করতে চায়
যেমন মাটিতে অসংখ্য
শিকড় চালিয়ে দিয়ে
রস আহরণ করে সবুজ হয়ে ওঠে
তুমি আমার কাছে সবুজ কোমল মাটি
আর প্রদীপ্ত সূর্যের আলো
তোমার আলো আর রসে
আমি সবুজ হয়ে উঠতে চাই
ডালে ডালে ফুল ফোটাতে চাই
যে ফুল কখনো শ্রাবণ দ্বারা
অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অস্ত্র।

তোমার আবেগের নদী

তোমার আবেগের নদী যেন উত্তপ্ত বালু
শুকিয়ে গেছে এখন
জানি না কে নিভালো
চাঁদের মতো আলো
প্রশ্নবিদ্ধ তোমার দুটি চোখ
আমাকে খোঁজে না
তোমার বুকের উঠোনে আর
আমার জন্য ফুল ফোটে না
একদিন আমার জন্য
তোমার আকাশের
দুয়ার জানালা ছিল অবারিত
আমি ছিলাম তোমার বহু আকাঙ্খিত
এখন মিলনের আশায়
যখন বসে আছি একা
তখন কেন বিরহ দিয়ে
কাছে থেকে দূরে চলে গেলে
গভীর আঁধারে
আমাদের সামনে ছিল সুধাময় নদী
তবু কেন হঠাৎ পালালে
গভীর অরণ্যে পাহাড়ে
অন্ধকারে পথহারা আমি
প্রদীপ জ্বালিয়ে
আমাকে ডেকে নাও
তোমার ঘরে
আমি ফুল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি
তোমার দুয়ারে
গভীর অন্ধকারে।

তোমার আসার আশায়

তুমি তো দূরের আকাশ এখন
তবু তোমাকে বারবার ছুঁতে চায় মন
আর কতদিন থাকবো তোমার
আসার আশায়
কতদিন লিখব বেদনার কথা
প্রাণের ভাষায়
তুমি কেন আজও আসো না
তোমার আসার সময় কখন হবে।

আমি কাঁদি
কে আমাকে কাঁদায়
সে তো জানি না
কবে তুমি বাহুর ডোরে
বাঁধবে আমায়
কখন তোমার আসার সময় হবে।

হয়তো এসেছে কেউ

যাকে ভালোবাসিয়াছি
সপেছি দেহ আর মন
জীবনের সকল সংকটে বিপদে
তাকে বিনাদ্বিধায় করেছি স্মরণ।
আমার সেভাবে
হয়তো এসেছে কেউ
অকপটে ভালোবেসে
অথবা আসে নাই যারা
অবহেলা ভরে
দেয় নাই জ্বেলে আমার সন্ধ্যার প্রদীপ
বসেনি বকুল তলে
গাঁথে নাই মালা
আনে নাই ভরে
বসন্তের আনন্দের ডালা।
তাতে একবারেই ক্ষুণ্ন হইনি আমি
দিতে যা পেরেছি নিজে
দিয়েছি তা অকাতরে
সে আমার মৃত্যুঞ্জয় ভালোবাসা
তার কণামাত্র যদি
সে না নিয়ে থাকে
সে তার ক্ষতি
আমি তো হয়েছি ধনী
তাকে ভালোবেসে।

সব দেবো

যাবার আগে দিয়ে যেতে চাই
যা আছে মোর সম্বল
সবুজ ঘাসে রোদের হাসি দিয়ে যাবো
আকাশের বুকে চন্দ্র তারা
যা লিখতে পেরেছি
আর যা লিখব বলে ভেবেছি
সবই দেবো, দেবো এক নদী চোখের জল
যা আছে মোর সম্বল
পাথরের বুকের ঝর্ণা দেবো
শস্যক্ষেতের শস্য দেবো
মোনালিসার হাসি দেবো

যাবার আগে দিয়ে যাবো
যতটুকু আছে আমার সম্বল
সবুজ ঘাসে রোদের হাসি
সকাল-সন্ধ্যার মেঘের ছটা
তরুলতার শ্যামলতা
অগ্নিদহনে দগ্ধ অতীত
সব দেবো সব দেবো
সাথে দেবো এক ফোটা
চোখের জল।
জোছনার স্রোতে
ভেসে আসা স্নিগ্ধ আলো দেবো।

এই প্রত্যাশা

দেবদাস তোমাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল চন্দ্রমুখী
তোমার ভালোবাসার কোনো মূল্য দেয়নি
এত অপমান সহ্য করেও তুমি
শেষ পর্যন্ত তার পাশে ছিলে
আমাকে তুমি ফিরিয়ে দিয়ো না
যা চাই তা দিয়ো।
তোমার ভা ারে রয়েছে অশেষ রতন
তার কণাটুকু আমাকে দিয়ো
যত দেবে তত নেব
এই প্রত্যাশা নিয়ে আজ এসেছি
আজ তোমার কাছে এসেছি
ফিরিয়ে দিয়ো না ওগো গৃহবাসী
তোমাকে যে ভালোবেসেছি
নিশিদিন আমার পরানে যে ঝড় ওঠে
তার খবর তুমি ছাড়া কে রাখে
নিশীথ রাতে তোমার দুয়ারে
যে পাখি ডাকে
সে তো আমি– তা কি জানো না
তবু কেন তোমার প্রেমের বেদনার
কণাটুকু আমাকে দাও না।

এ-তো চিঠি নয়

এ-তো চিঠি নয়
দশ মণি বোঝা, কঠিন স্মৃতি পাথর
কাঁধে নিয়ে
আমি ষাট বছর ধরে
প্রেমের ফেরি করেছি।

এ বোঝা আমার
নামাও বন্ধু নামাও
আর তো পারিনে
আমার দুঃখের পথচলা
থামাও বন্ধু থামাও
একবার স্বর্গ হতে এসে
তুলে নাও
তোমার ভারী ভারী পঙক্তিমালা
চোখের লোনা জলে নিভিয়ে দাও
আমার বুকের জ্বালা।

রক্তকমল

জানি তোমার প্রেমে
পূর্ণ হবে না আমার হৃদয়
যা হারিয়েছি
তোমার কাছে পাব না তা জানি
তবু তোমাকে কাছে পেলে
হৃদয়ের স্মৃতিময় রক্তকমল
মাঝে মাঝে ফুটে ওঠে
মনে হয় কোথাও সে আছে
তোমার মধ্যে খুঁজতে থাকি তাকে
তুমি এলে বেদনায় আনন্দময়
হয়ে ওঠে,
তারি খোঁজে, শিখার খোঁজে।

বহু অনুক্রম শেষে

আমি তোমার কাছে হেরে গেছি নন্দিনী
হারমানি হার পরাও আমার গলে
ওগো
শিশিরকনা, বলো
কেন তুমি এত সুন্দর
চাঁদের আলোর মতো এত মনোহর।
সেই তুমি, অসীম শ্রদ্ধায়
প্রেমসিক্ত ভালোবাসায়
যখন আমাকে স্মরণ করেছো
শুনিয়েছো গান
সে তো তোমার হৃদয়ের দান
তোমারি সম্মান।
একমাত্র কৃতিত্ব আমার
বহু অনুক্রম শেষে
আমি একটি স্বর্ণ কমল
করেছি আবিষ্কার
যার কণ্ঠে আছে
অমৃতের স্বাদ
তার সুরে ভেসে গিয়ে
খুঁজে পাই চিত্তের প্রসাদ।
শিশির কণা যার নাম
আজকের বছরের
প্রথম দিবসে
তার হাতে
তুলিয়া দিলাম
একটি রক্তকমল।

ভীরু হরিণী

উত্তাপের উষ্ণতায়
তোমাকে দেখেছি আমি
তুমি কাঁপছো ভীরু হরিণীর মতোন
চৈত্রের ছায়ায়
সেদিন, যখন আমার হাত থেকে
ফুল নিলে
হৃদয়ের সবকিছু
আমাকে বিলিয়ে দিলে
সেই ভীরু হরিণী থাকবে কি
আমার হৃদয়ের খাঁচায়
নাকি লাফ দিয়ে খাঁচা ভেঙে
চলে যাবে অন্য কারো বিত্তের ছায়ায়।

সাদা বেলি ফুল

সেদিন তোমার হাতে তুলে দিয়েছিলাম
বাগান থেকে আমার নিজ হাতে
সদ্য তোলা সাদা বেলি ফুল।
মালা গাঁথার সময় পাইনি।
তুমি দু'হাত ভরে তাকে বেঁধে
নিয়েছিলে– তোমার সাদা রুমালে।
সে ফুল এত দিনে শুকিয়ে গেছে।
তুমি নিশ্চয়ই অবজ্ঞাভরে তাকে ফেলে
দিয়েছো কাঁটাবনে। তোমাকে জিজ্ঞেস
করার ইচ্ছ জাগে– সেদিনের
সে বেলি ফুলের মৃদু গন্ধে
তোমার শরীর এখনো কি
রোমাঞ্চিত হয়।
সেদিনের সে প্রত্যুষের মতোন।

বেদনার বিপন্নতায়

চিত্তহীন বিত্তের অধিকারী
ওহে নারী
হঠাৎ করে একদিন
আমার হৃদয় তুমি নিলে কাড়ি
সে হৃদয় তোমার
প্রাণপণ আঘাতে আঘাতে
হারিয়েছে তার শোভা
বিদীর্ণ বিক্ষত
হয়ে এখন
মৃত মানুষের মতো বোবা।
সেদিন তোমাকে
সর্বস্ব দিতে গিয়ে
আমি হয়ে গেছি সর্বহারা
বেদনার বিপন্নতায়
আমি এখন আকাশের দীপ্তিহীন তারা
তোমার কাছে এই মিনতি
আমি যদি মরে যাই
ক্ষতি নাই
তোমার মাঝে কেউ যদি
আমাকে খুঁজে পেতে চায়
আমার লুকানো ধন
সেই সন্ধেবেলার
আবেগতাড়িত চুম্বন
দোহাই তোমার
কোনোদিন মুছে ফেলো না তাকে
জীবনের কোনো দৈব দুর্বিপাকে।

তুমি হয়ে যাই

তুমি কেন যে আমায়
নিশীদিন বাঁধছো
তোমার সুরের মায়া ডোরে
চেয়ে চেয়ে আকাশ ভরে
অনিমেষে ডাকছো মোরে
বাঁধছো সুরের মায়া ডোরে।
আমি দেয়াল ভেঙে
তোমার কাছে আসব কেমন করে।
আমার যে এমন কেউ নেই
যে আমাকে তোমার পথে
পথ দেখাতে পারে।
যে পথ গেছে এঁকে বেঁকে
তোমার পথের ধারে
সে পথে যেতে কেন যে
আমার এত ভয় করে।

গানে গানে
তুমি গান হয়ে ওঠো
প্রাণ-মন ফুল হয়ে ফোটে
প্রেমিকেরা আনন্দে ভালোবাসে
তোমার গানে
দুখীরা হাঁসে
সুখীরা কাঁদে
আমি তোমার গানে
তুমি হয়ে যাই
বড় আদরে সোহাগে
হৃদয়ের আসনে তোমাকে বসাই
যে কথা জানো না তুমি
সে কথা আজ তোমাকে জানাই।

তুমি কি বোঝ না

তুমি কেন অমন করে তাকিয়ে থাকো
আমার পানে
কেন আবেগের ঢেউ তোল আমার প্রাণে
তুমি কি বোঝ না
তোমার ঐ দৃষ্টি আমি সহ্য করতে পারি না
আমি তোমার দৃষ্টির আলোর স্রোতে
হারিয়ে যাই তৃণ কণার মতো
বুকের কাঁপনে আমি বিধ্বস্ত হয়ে পড়ি
তোমার চোখে চোখ রাখতে পারিনে
চিরদিনের জন্য যখন তোমাকে পাবো না
তখন কী লাভ হৃদয়কে ক্ষত-বিক্ষত করে
যখন ইচ্ছে করে তোমাকে বুকে জড়িয়ে ধরতে
যখন ইচ্ছে করে তোমার হাতে হাত রাখতে
তা যখন হবে না, হতে পারে না
তবে কেন মিছে চেয়ে থাকো
আমার পানে
কেন বিষণ্ন আবেগের ঢেউ তোল আমার প্রাণে।

তোমার চুলের অবাধ্যতা

ফুল দিয়ে চলে গেলে
রেখে গেলে গগনজোড়া মিষ্টি-মধুর হাসি
কবিতার রসে ভরে দিলে ঘর
অঙ্গে অঙ্গে বাজিয়ে গেলে
বেহাগ সুরে বিদায়বেলার বাঁশি
যাবার সময় বলতে চেয়েছিলাম
একটুখানি বসো
আমার মুখের পানে চেয়ে চেয়ে
না হয় একটুখানি হাসো।
বলতে গিয়ে বলা হয়নি
অনেক না বলা কথা
মাপা হয় নাই
তোমার হৃদয়ের প্রেমের গভীরতা
দেখা হয় নাই দুচোখ মেলিয়া
তোমার চুলের অবাধ্যতা
তাই একা একা বসে আছি
তোমার পথপানে চেয়ে
কখন আসবে তুমি
আকাশের সিঁড়ি বেয়ে।
হয়তো একদিন
হাসির মতোন হৃদয়টা রেখে
দূর-দূরান্তরে চলে যাবে
অবশেষে নিজের হৃদয়টাকে খুঁজতে এসে
আমার হৃদয়টাকেও খুঁজে পাবে।

পৃথিবীর বুক থেকে

এখনো প্রপিতামহদের আমলের মতো
দিন যায় রাত আসে
এখনো সিক্ত যুথীর গন্ধ
আনন্দে ভরে দেয় দূরের আকাশ
এখনো ভোরে পাখি ডাকে ফুল ফোটে
শুক্লপক্ষে আকাশে চাঁদ যৌবনবতী হয়ে ওঠে
এখনো বর্ষায় মনে পড়ে তাকে
এখনো কদম ফুলের হাত ধরে শ্রাবণ আসে
এখনো রাত পালিয়ে যায়নি
পৃথিবীর বুক থেকে
তুমি কেন পালিয়ে গেলে
আমার জীবন থেকে।

একবার ফিরে এসো

যে জীবন বৃষ্টির জলে ভাসে
যে জীবন বেদনার ফোয়ারা
লাফ দিয়ে উপরে ওঠে
আবার নিজের মধ্যে হারিয়ে যায়
যে জীবন সমুদ্রের তরঙ্গের সাথে
তাল মিলিয়ে ওঠে আর নামে
যে জীবন শিশির ভেজা গোলাপের মতো
তোমাকে কাছে ডাকে
কেন তুমি পালিয়ে গেলে
আমার জীবন থেকে
একবার ফিরে এসো নীলাঞ্জনা
ফিরে এসো আমার আনন্দ বিষাদে
ফিরে এসো চোখের সলিলে।

তবু ভালোবাসবো

ভালোবেসে যদি সাড়া না মেলে
তবু ভালোবাসবো
বেদনায় যদি কণ্ঠরোধ হয়ে যায়
তবু ভালোবাসবো
তোমাকে দেখলে
আমার সকল কথা গান হয়ে ওঠে
কি নিয়ে বাঁচবো তুমি কাছে না এলে
প্রেমে যদি না পাই সাড়া
তবু ভালোবাসবো
তুমি যে আমাকে চাওনা
সে কথা আমি জানি
তবু দূর হতে তোমাকে ফুল দিয়ে যাবো
তবু ভালোবাসবো
যদি আর কোনোদিন দেখা নাহি দাও
যদি শূন্যহাতে আমাকে ফিরাও
আমি ক্ষণিক দেখার
স্মৃতিখানি নিয়ে কাঁদবো
প্রেমে যদি না পাই সাড়া
তবু ভালোবাসবো।

তবু চলে এসো

তুমি আসবে বলে
খিচুড়ি রাঁধিনি
ইলিশ মাছ, বেগুন ভাজী
কিছুই করিনি।
আর কি খেতে চাও তুমি?
আমি তো কিছুই
পারবো না দিতে
একমাত্র কবিতার খসড়া ছাড়া
যদি কবিতায় মন ভরে
অনায়াসে আসতে পারো
আমার পাশে বসে
কবিতা শুনতে পারো।
যদি চাও
গানও শোনাতে পারি
দু'একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত
জর্জদা'র
আকাশভরা সূর্য-তারা
বিশ্বভরা প্রাণ
তাহারি মাঝখানে
আমি পেয়েছি মোর স্থান
বিস্ময়ে তাই জাগে জাগে আমার প্রাণ
কিম্বা মোহরদি'র
যদি পুরাতন প্রেম
ঢাকা পড়ে যায়
নতুন প্রেম জালে
তবু মনে রেখো।
এছাড়া আর কী দিতে পারি
তোমাকে
আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল
শুধাইল না কেহ
সে তো এলো না সে তো এলোনা
যারে সপিলাম প্রাণ মন দেহ
দেহের রাজ্যে আমি ভীষণ গদ্যময়
শত বছরের উপবাসী দেহ
পূর্ণিমার চাঁদ দেখে শান্ত হয় না
তাও মানি
তবু চলে এসো
ধার করে খিচুড়ি রাঁধবো
ইলিশ মাছ আর
বেগুন ভাজবো
তবু এসো।
তোমাকে দেখেই
আমার আনন্দ
রবীন্দ্রনাথ যেমন গাইতেন
আমার এই পথ চলাতেই আনন্দ।
তোমাকে দেখতে পাওয়ায়
আমার আনন্দ।

তোমার আকাশে

তোমার আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ
আমার আকাশ শূন্যতায় ভরা
তোমার বাগানে কত ফুল ফোটে
কত পাখি ডাকে
আমার বাগানে কলি ঝরে শুধু
ফোটেনাকো ফুল
তোমার জীবনে কত উৎসব
কত গান কত সুর কত বাঁশি বাজে
আমার দিন কাটে বিপন্নতায়
আনন্দবিহীন কাজে
তোমার চোখে কত স্বপ্নের ভিড়
আমি এখনো খুঁজে পাইনি
জীবনের নীড়।

তোমাকে দেখার আগেই

তোমাকে দেখার আগেই কী
আমার মৃত্যু হবে
আসি আসি বলে আসলেনাতো
বলো, তোমার আসার সময় কখন হবে
কখন তোমার গানে গানে
ভাসিয়ে দেব আমার হৃদয়খানি
কখন তুমি নেবে আমায়
তোমার বুকে টানি
সে বাসনা বক্ষে ধরি
দিন গুণছি সেই যে কবে
বলো, বলো তোমার আসার
সময় কখন হবে।
আমি যখন তোমার কথা ভাবি
আকাশের সব নক্ষত্রেরা
অবাক হয়ে চেয়ে থাকে আমার পানে
কী বেদনায় তারা কাঁদে
সে কথা সব তারাই শুধু জানে
আমি তাদের কাছে রেখে গেলাম
আমার প্রাণের ধ্বনি।

অটোগ্রাফ

কেন সেদিন কাছে এসেছিলে
পাশে এসে বসেছিলে
খাতাখানা এগিয়ে দিয়ে
বলেছিলে– কিছু একটা লিখে
একটি সই দিবেন?
জানিনা সেদিন
দুরু দুরু কেঁপে উঠেছিল কিনা
তোমার কপোত হৃদয়
আমার মনে হয়
আকাশের বুকে সই দিতে পেরে
আমি ধন্য হয়েছিলাম
এই একটি ক্ষণের জন্য
যেন আমি হাজার বছর ধরে
প্রতীক্ষা করছিলাম।
কত সই দিয়েছি জীবনে
অনেক বছর ধরে
সে কথা মনেও পড়ে না আজ
শুধু সেই দিন
শুধু একটি দিন
তোমাকে সই দিতে গিয়ে
আমি নিজেকে হারিয়ে
ফেলেছিলাম।
সে কথা কোনোদিন জানবেনা তুমি
জানবেনা পৃথিবীর কেউ
সেদিন কি দূরন্ত ঢেউ
উঠেছিল হৃদয়ে আমার
যেন বেদনার আনন্দ অপার।
সেই থেকে তোমাকে খুঁজছি
আমি পৃথিবীর এপার ওপার।

অন্য কিছু– আরো কিছু

তোমার হৃদয়ে প্রবেশ করতে গিয়ে
কোনোদিন বাচাল হইনি, মাতাল হইনি
যেদিন ঘনিষ্ঠতর হলাম তোমার প্রশ্রয় পেয়ে
সেদিন শুধু হাতে হাত রাখলাম
এক অনির্বচনীয় আনন্দে
হৃদয় বিখ্যাত হতে চেয়েছিল প্রেমালোকে।
কখনো নগ্নতার হাত ধরে উঠতে চাইনি
তোমার শরীরের সিঁড়ি
স্তনমূলে কখনো রাখিনি হাত
বিদ্যুৎ চমকে উঠেনি অকস্মাৎ
কবির প্রসাধন দিয়ে
শুধু তোমাকে সাজিয়েছি।
বলতো আজকে অনেকদিন পর
তুমি কি আরো কিছু চেয়েছিলে
এমনকি প্রিয়া সম্বোধন ছাড়া।
অন্য কিছু– আরো কিছু।

লাভ লোকসান

তোমার সাথে কথা বলার অদম্য আগ্রহ
এখনো গেল না আমার, এই বয়েসে যখন
প্রার্থনায় মগ্ন হয়ে লোকে পরলোকের কথা ভাবে
তখনো তুমি আমার হৃদয় জুড়ে
এক ঐশ্বরিক আবির্ভাবে আমাকে নিমগ্ন করো
তোমার সাথে কী কথা? স্মৃতির ইচ্ছার প্রেমের
সব কথা বলা হয়ে গেছে জেনেও
আবার কী কথা তোমার সাথে
যখন অফিসে বসে লাভ-লোকসানের হিসাব করি
যোগ বিয়োগ পূরণ ভাগ
সব অঙ্ক মিলে যায়
মিলে না তোমার আমার কথার হিসাব
লাভ লোকসান
অনুক্ত থেকে যায় সব কথা
আবার যদি তুমি আসো
আবার কথার ফোয়ারা দিয়ে
গড়ে তুলব স্মৃতির মিনার।
এসো কিন্তু। কথা আছে। জরুরি কথা
সে অঙ্ক কোনোদিন মেলেনি
দুয়ে দুয়ে চার হয়নি যার ফল
সারা জীবন সে অঙ্ক কষে চলেছি
মেলেনি উত্তর।
দেখব জীবনের শেষ প্রান্তে
তোমার কাছে তার উত্তর আছে কী-না।

একজন শ্রোতা চাই

আমার একজন শ্রোতা চাই তোমার মতোন
চোখ ফেরানো যায় না এমন সুন্দরী
না হলেও চলবে
শুধু চাই কবিতা শুনতে শুনতে
যে স্বপ্ন আকাশের সিঁড়ি বেয়ে
উপরে আরো উপরে উঠে যায়
পৌঁছে যায় নক্ষত্রলোকে আত্মার তৃণমূলে।
উর্ধ্বগগনে তাপিত না হয়ে
দীর্ঘশ্বাসে পান করে আকাশের বেদনার
সব নীল।
পাহাড়ি ঝর্ণার মতো পায়ে নূপুর বেঁধে
নদী হয়ে চলে যায় সমুদ্র সন্ধানে।
আমার একজন শ্রোতা চাই তোমার মতোন।
যে অনায়াসে দিতে পারে দুর্লভ প্রেমের ঠিকানা।

হৃদয়ের অভ্যন্তরে

তুমি যে আমাকে এত ভালোবাসো
হৃদয় কাতর হলে কাছে চলে আসো
আমার কবিতায় তুমি নিজেকে খুঁজেছো
আমার বেদনার সকল দুঃখভার নিজের করে নিয়েছো
আমার বাণীর মাঝে তুমি সুর হয়ে আছো
আমার সুখে তুমি
আনন্দের বীনা হয়ে বাজো
তার বিনিময়ে
আমি তোমাকে কিছুই দিতে পারি নাই
হৃদয়ের অভ্যন্তরে
ফুটে ওঠা কুসুম কলি ছাড়া।

এতদিন কোথায় ছিলে তুমি

এতদিন কোথায় ছিলে তুমি
তোমাকে খুঁজেছি আমি
নদীতটে কাশের বনে
কাশী গয়া মথুরা বৃন্দাবনে
তোমাকে খুঁজেছি আমি
শীতের হাওয়ায় বসন্ত মায়াবনে
অনন্তকাল ধরে যেন খুঁজছি
রোমে গ্রীসে ব্যাবিলনে
তুমি ছিলে তারার মতোন
দিনের আলোর গভীরে,
রাধার মতোন তুমি ছিলে
নীল যমুনার তীরে
শাড়ি লেপটানো
ভিজে শরীরে
তুমি যখন ছিলে
স্নানের ঘাটে
পাখীদের ডানার ছায়ায়
তখন কৃষ্ণচূড়ার ফুল
লজ্জায় লাল হয়ে গেল
সোনালী গাছের
হলুদ ফুলের
পাপড়ির বৃষ্টিতে
তোমার শরীর
লাবন্যময় হয়ে উঠল।

তুমি নাই

মধ্যরাত্রির গভীর নীরবতার মাঝে
যখন আমি একা, ভীষণভাবে একা
তখন দূর থেকে
আমি তোমার বাঁশি শুনতে পাই
সেই বাঁশি শুনে
ঘর ছেড়ে
কাছে ছুটে যাই
যখনি তোমাকে
দেখি তুমি নাই, তুমি নাই
আকাশের অসংখ্য
নক্ষত্রের মাঝে
তোমাকে খুঁজিয়া বেড়াই।

জীবন যখন শুকিয়ে থাকে

অমন করে লিখতে পারি না আমি
যেমন করে তুমি লেখ
অমন করে শিখতে পারি না আমি
যেমন করে তুমি শেখ
আঁধার করে আসে যখন
অগ্নিকোণের তীব্র কঠিন হাওয়া
তালি দেওয়া পাল তুলে
আমার চিরদিনের দুঃখের তরী বাওয়া।
জীবন যখন শুকিয়ে থাকে
শুকনো খড়ের মতো
তুমি আমায় গান শোনাবে
হাজার পাখির মতো।

সুখী হও, সুখী করো

(নাতিদের উদ্দেশ্যে)

প্রিয় নাতি আমার
পরিশ্রমী হও
লেখাপড়ার মাত্রা বাড়িয়ে দাও
যে সময় এখন চলে যাচ্ছে
তা আর ফিরে পাবে না
লেখাপড়া শেষ করে
প্রেমে মত্ত হও
সংযমী হও
সবার আশীর্বাদ নিয়ে
বড় হও
তোমার মা-বাবাকে
বুঝতে শেখো
তাদের বুকের
নীরব যন্ত্রণা কান পেতে
শুনতে চেষ্টা করো
সুখী হতে পারবে।
সুখী হও
সুখী করো।

শুধু আমি থাকবো না

আমি চলে গেলে
বসন্ত আসবে বনে
আগে যেমন করে আসতো।
আমি চলে গেলে
শ্রাবণের ধারা ঝরবে
কদম গাছে কদম ফুটবে
আগে যেমন করে ফুটতো।
আমি চলে গেলে
শীতের গোলাপে
বিন্দু বিন্দু শিশির জমবে
আগে যেমন করে জমতো।
আমি চলে গেলে
জুঁইয়ের লতায়
অংসখ্য জুঁই ভোরে ঝরবে
নরম গন্ধ ঢেউয়ে।
আগে যেমন করে ফুটতো।
আমি চলে গেলে
প্রতিদিন ঝর ঝর করে
জুঁই ঝরবে
গন্ধে উজাড় করে দেবে উদাসী বাতাস
শুধু আমি থাকবো না
তার মাল্য গেঁথে
তোমার জন্য প্রতীক্ষায়।

আমি তো ভালই ছিলাম

কেন তুমি শুধু শুধু আমাকে কাঁদালে
কেন অকারণে মায়াজালে জড়ালে
আমি তো ভালই ছিলাম
রাত জেগে চাঁদ দেখতাম
পাখির গান শুনে
দিন কাটাতাম
কেন তুমি আমার দিকে
দু'হাত বাড়ালে।
জানি না তোমার বীণা
আমার সুরে আর বাজবে কী না
কেন একবার দেখা দিয়ে
আর দেখা দিলে না
কেন আমার পথের দিকে চেয়ে চেয়ে
পথ হারালে।

মেঘ কাঁদে

মেঘের আড়ালে
যে গোপন কথা
কত যে আবৃত বেদনা আর ব্যথা
লুকিয়ে থাকে সারাক্ষণ
তুমি কোনোদিন শুনেছো তা
কোনোদিন জানতে চেয়েছো কী
কী কারণে বৃষ্টি হয়ে মেঘ কাঁদে
কী তার দুঃখ
কেন বাদল দিনে প্রথম কদম ফোটে
কেন সিক্ত মুখী
সারাটা শরীর জড়িয়ে
কি দিয়ে যায়
কোনোদিন তা বুঝতে চেয়েছো।

আমার জন্য

তুমি লেখনা কেন একটি কবিতা
আমার জন্য
যে কবিতা আমাকে স্পর্শ করবে
আমার মর্ম বেদনাকে জাগিয়ে তুলবে
আমার ধানের ক্ষেতে ঢেউ তুলবে
পাটের ক্ষেতকে করবে সবুজতর
আমার সূর্যকে দেবে উদয়ের প্রজ্জলন
আমার চাঁদের আলো
প্রতিদিন তোমায় জানালা দিয়ে
ঢুকে তোমার মুখখানি করবে আলোকিত।
লেখনা কেন এমন একটি কবিতা।

তোমার কথা মনে পড়ে

মঞ্চে যখন কাউকে নাচতে দেখি
তোমার কথা মনে পড়ে
তোমার আলতা মাখা দু'টি চরণ
তোমার পায়ের নূপুরের ধ্বনি
প্রতি পদক্ষেপে ক্ষীপ্রতার অনুরণন
তোমার ক্ষীণ কটিতট বুকভরা মধু
তোমার দশ আঙুলের
মুদ্রার অসংখ্য তারার খেলা
অলিখিত ভাষা
তোমার চোখের হরিণী দৃষ্টি
তোমার দুই বুকে উদ্দাম প্রসন্নতা
সবই চোখে ভেসে ওঠে
ভেসে ওঠে
ষাট বছর আগের তুমি
আমার চোখে ভেসে ওঠে
মঞ্চে যখন কাউকে নাচতে দেখি
শুধু তোমার কথা মনে পড়ে।

গুচ্ছ

১
তুমি তো আগের সেই বিশাখা নও
যে দেখতে দেখতে কবিতা হয়ে যেত
কথাগুলো যার হঠাৎ করে গান হয়ে উঠত
আকাশে পাখা মেলে উড়ে বেড়াত সে
তুমি তো আগের সেই বিশাখা নও
তুমি তো কারো বুকে সমুদ্রের ঢেউ তোল না
না বুঝে কাউকে কাঁদাও না আর।

২
যখন কবিতা আসে
তখন তুমি থাক না কাছে
তা হলে অসংখ্য কবিতা শরীর পেত
তোমার সামান্য স্পর্শ পেয়ে।
যখন গান আসে ঘরে
কবির ভাষায় নিঃশব্দ চরণে
তখনও তুমি থাক না পাশে।

৩
কেন বার বার কাছে ডাকো
কাছে এলে দূরে সরে যাও
এ কি খেলা খেলছ তুমি আমার সাথে
কী আনন্দ পাও তুমি তাতে
লালপার শাড়ি পরা ওগো নিবেদিতা
আমার হৃদয় জুড়ে তোমার আসন পাতা
যার জন্য সারা জীবন মালা গাঁথা।

৪
আকাশের চাঁদ যেন তোমারই মুখ
উত্থাল সাগর যেন
তোমার উদ্দাম ঢেউ তোলা বুক
বাতাসের সুবাস যেন
তোমার শরীরের ঘ্রাণ
বসন্ত বেহাগ
তোমার ঠোঁটের হাসি
তোমার আবেশের স্নিগ্ধ অনুরাগ।

৫
কেন কাছে এসে দূরে সরে যাও
কেন ক্ষণে ক্ষণে আমাকে কাঁদাও
বোঝনা কেন আমি
তোমাকে যে কত ভালোবাসি
কেন শুনতে পাওনা
আমার অশ্রুভরা বেদনার বাঁশি
একবার আমার দিকে ফিরে চাও।

৬
তুমি কেন আমাকে বার বার টানো
তোমার চোখের ইঙ্গিতে
ঠোঁটের কম্পনে
হৃদয়ের অনুভবে আবেগে ভাবনায়
তুমি কখনো কি ছিলে
আমার স্বপ্নের নায়িকা
কিশোরী বালিকা
প্রতিদিন তোমার কথা ভাবি
তোমার যোগ্যগান বিরচিব বলে।

৭
ভাবালে তুমি আমায়
তোমার প্রেমের অভিঘাতে
সহসা বেঁধে দিলে তোমার হাতের রাখী
আমার দক্ষিণ হাতে
দিবালোকে উঠল ঝড় তীব্র গতিবেগে
চাঁদের আলো স্বীকৃতি দিল তার
প্রাণে আবেগে
বাগানে ফুটল কুসুম
বৃক্ষ হলো ফলবতী
অবশেষে তুমি হলে
আমার একমাত্র গতি।

৮
জীবনটাকে খাঁচার খোপে বাঁধতে গিয়ে
আকাশ ছাড়া হলাম
শুনতে পেলাম অচিন পাখি
বুকের মাঝে কাঁদছে অবিরাম।
কী দিয়ে সাজাবো তোমার সাধের মঞ্চখানি।
সে কান্নার স্রোতে ভেসে গেল সব
জীবনের আবিলতা
কান্না হাসির দোল দোলানো

হৃদয়ের বিশালতা।

৯
চিরদিন তোমাকে নাইবা পেলাম
মাঝে মাঝে দেখা দিয়ো
ভয়ে ভয়ে যখন দূরে সরে যাই
অভয় দিয়ে কাছে ডেকে নিয়ো
চোখের সামনে আকাশ যখন ফিকে হয়ে আসে
শিকারীর গুলির শব্দে যখন পাখিরা যায় বনবাসে
তখন অভয়মন্ত্র কণ্ঠে দিয়ে
একবার কাছে এসো।

১০
বসে আছি একা একা
ভরা মনে
যাকে দিতে চাই
সেও কাছে নাই
তুমি ফিরিয়ে দিলে
আমি বাঁচবো কেমন করে
আমার জীবনের চাবি তো
তোমারি হাতে
তুমি যে আমার হৃদয়ের ধন
তোমাকে করেছি জীবন সমর্পণ।

দ্বিতীয় পর্ব

১
তুমি যেতে যেতে কিছু ফেলে যেয়ো
আমি যেন কুড়িয়ে নিতে পারি ওগো প্রিয়
হাজার মুখের ভিড়ে
ফুলের মতন
তোমার মুখটি করেছি চয়ন
তোমার বুকে প্রাণের সুখে
প্রেমের বীজটি করেছি বপন
যদি ভালোবাসো
কেন দূরে দূরে থাকো
কেন বাহুর ডোরে ধরা দাওনা
কেন যেতে যেতে ফিরে ফিরে চাও না
তুমি ভুল করে হয়তো এসেছ আমার জীবনে ॥

২
পথের মাঝে পথ হারালে
পথেই পাব পথের সন্ধান
আমরা সবাই পথেরই সন্তান।
যে পথ গেছে আলোর দিকে
সে পথ বেছে নেব
পথে যদি আঁধার ঘনায়
হাজার চোখের
প্রদীপ জ্বেলে দেব।
সবাই মিলে একই সুরে
গাইব আলোর গান
আমরা সবাই পথেরই সন্তান।
ক্লান্তি যদি ক্লান্ত করে কঠিন রব ব্রতে
দলাদলি ছেড়ে সবাই চলব সোজা পথে
আকাশ পানে চেয়ে চেয়ে উদার করব প্রাণ
আমরা সবাই পথেরই সন্তান।
জয়ের পথে আসে যদি
পরাজয়ের গ্লানি
উচ্চস্বরে গাইব সবাই মাভৈ মাভৈ বাণী
গভীর স্বরে গাইব সবাই বিজয় দিনের গান
আমরা সবাই পথেরই সন্তান।

৩

তুমি আসবে বলে
সযতনে গেথেছি সাধের মালা
তুমি আসবে বলে
আমার নিভৃত নিলয়ে হাজার প্রদীপ জ্বালা
তোমার জন্মদিনে
সাজি ভরে এনেছি ফুল
এনেছি গানের ডালা
পুণ্য বাঁধনে এনেছি রাখী
এনেছি পূজার থালা
রাখীর বন্ধনে বাঁধিব তোমাকে
বাধিব চোখের জলে
এসো এসো সখি হাতে হাত ধরি
দু'জনে মিলে মিলনের গান করি
ফুলে ফুলে ভরি
প্রেমির রঙিন ডালা
তুমি আসবে বলে .....॥

৪

বসন্তে ফুলের খেলায়
রঙের মেলায়
তুমিও কি হারিয়ে যাও
আমার মতন
তুমিও কি গানের ভেলায়
রসের ধারায়
সুখের মতো ফুরিয়ে যাও
আমার মতন
চাঁদের দেশে বন্যা এলে
চাঁদের আলো চোখে মেলে
তুমিও মেঘের মতো
ভেসে বেড়াও
আমার মতন।
তুমিও কি মধুর হেসে
বকুল ফুলের গন্ধে ভেসে
গানে গানে পাখি হয়ে
আকাশ জুড়ে
উড়ে বেড়াও আমার মতন ॥

৫

ঝড় উঠ্‌ছে
বিপন্নে আর্তনাদ
নিপীড়িত কান্না
দিকে দিকে বিপ্লবের হাওয়া ভরে তুলছে।
দেশজুড়ে মানুষেরা জাগছে জাগছে জাগছে
কৃষকের ভাত চাই
কম দামে সার চাই
শ্রমিকের কাজ চাই
ফ্যাক্টরি বড় বড় কল-কারখানা
বন্ধ করা চলবে না।
বন্ধ করার নীতি মানবো না।
অচল মানবো না মানবো না।
কান পেতে শোনে আহবান
দিকে দিকে মানুষের জয়গান।
একতায় হিম্মতে দিন দিন বাড়ছে
ঝড় উঠছে পাতা নড়ছে
দিকে দিকে লড়াইয়ের নাকাড়া
বাজছে বাজছে বাজছে।

৬

ও ভাই দেশ ছাইড়া যাইও না
এক ভাই যখন বেঁচে আছি
আর কোন ভয় কইর না
কইর না।
এদেশ আমার এদেশ তোমার
স্নেহ মায়ায় ভরা
এদেশ মোদের স্বর্গ-সুধা
সোনা দিয়ে গড়া
দেশ ছাইড়া ন যাইও ওভাই
আঁরার মুখর মিক্যা চাই।
তুমি হিন্দু আমি মুসলিম
ব্যতিবেক নাই
একই ক্ষেতে আমরা দু'জন
সেনার ফসল ফলাই
আমরা কেউবা সাদা
কেউবা কালো
কেউবা মন্দ
কেউবা ভালো
সোনার দেশের সোনার মানুষ
একসাথে দিন কাটাই
দেশ ছাইড়া ন যাইও ভাই

আঁরার মুখর মিক্যা চাই।

চট্টগ্রাম ১৯৫০
(এ কবিতাটি সুর করে চট্টগ্রামের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অনেকবার গাওয়া হয়েছে)

৭

তুমি এলে
আলোয় আলোয় ভরে যায় মোর ঘর
সবাই আমার আপন হয়ে ওঠে
কেউ থাকে না পর
আমার আঁধার ঘরের প্রদীপ
তুমি এলে হঠাৎ জ্বলে ওঠে
তার আলোতে আমার মুখে
প্রেমের বাণী ফোটে
সেই বাণীতে রাঙা হয়ে ওঠে
তোমার অধর ॥
তোমার তরে
তাইতো গাঁথি আমার সাধের মালা
তোমার আসার আগে
আমার ঘরে হাজার প্রদীপ জ্বালা
তুমি আসবে বলে
তুমি গাইবে বলে
আমার আকাশ বীনা এনেছি মাটির পর।

৮

কথা দিয়ে আসোনি তো
তোমার কথা ভাবি
তুমে যে কখন নিয়ে গেছ
আমার ঘরের চাবি।
পায়ের দিকে চেয়ে থাকি
জলে ভরা দু'টি আঁখি
কি যে বলি তোমায় বলো
আমার নেই যে কোন দাবি ॥
আজ যা দিয়েছে সে তো তোমার দান
বিনিময়ে আমি পারিনিতো
দিতে কোন প্রতিদান
সারা দিনরাত পথ চেয়ে থাকি
অশ্রু সজল থাকে দু'টি আঁখি
কেঁদে কেঁদে শুধু তোমার কথা ভাবি।

৯

আমায় দিয়েছ ব্যথা
তোমাকে দিয়েছি গান

বেদনা দিয়েছ বলে
করিনিতো কোন অভিমান।
আজ তোমাকে শুধরাতে চাই
আমাকে দুঃখ দিয়ে কি সুখ তুমি পাও
আমাকে ফেলে এখন তুমি কার কাছে যেতে চাও
কে সে বলো কে সে আমার চেয়ে বড় ভাগ্যবান।
তোমাকে ভুলিয়া আমি নিজেরে
যাই ভুলে
স্মৃতির দুয়ার খুলে
শুধু একবার দেখা দিয়ে
চলে যেও চলে
চলে যেও কোন কথা না বলে
শুধু একবার এসে
প্রেমের সুধা করো পান ॥

১০

ও ভাই স্বাধীনতার নামে
আজব কান্ড দেখ্যনি
জমিদারি আইজো আছে
স্কুল কলেজ উঠ্যা গেছে
আরবী অক্ষরে চলে
দেশী রাজার কাপ্তানী।

এই দেশ ভালোবাসা বেআইনী
বিয়া করণ বেআইনী
পোয়া বিয়ন বেআইনী
জাতের নামে বজ্জাতি
ওই উর্দু ভাষার আমদানি।
ও ভাই ..... ॥
ও ভাই ভাত ন'পাই উয়াস রইলাম
মাথার উয়র ছানি ন'পাই
ফুটপাতে শুইয়া রইলাম
কায়র ন'পাই নেংটা রইলাম
ও রাজা তুই
আর কত চাওস কোরবানী।
ও ভাই ..... ॥

চট্টগ্রাম ১৯৪৮ [চট্টগ্রামের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গাওয়া হয়েছে]

১১

লাল সবুজ আঁকা
রক্ত পতাকা

এই পতাকা হাতে নিয়ে
রুখবো রাজাকার
চলবে না আর ভয় করে থাকা।
চারটি মন্ত্রে দীক্ষিত যারা
একতার হিম্মতে
ভাঙবো লৌহ কারা
ঐক্যের মন্ত্রে এখন হাতে হাত রাখা।
এই পতাকা
ঠেকাব জুলুমবাজি, ঠেকাব ঘৃণা
অন্ধকারে বাজাব হাজার আলো বীণা
ঐক্যের অভিঘাতে
বিভেদের চক্র
করব চূর্ণ
দলিতের অধিকার করব পূর্ণ
মুক্তির দুর্গে ঢুকবোই মোরা
থামবো না
এই চলবে না আর ভয় করে থাকা ॥

১২

গান শোনাতে এসেছি
অবসর ক্ষণে
যদি ভালো লাগে
আমারে স্মরিও মনে।
এমন মধুর সুখের সন্ধ্যায়
মন আমার কি যেন চায়
সে কি কেউ, নাকি তোমার
তা খুঁজি বারে বারে বনে বনে ॥
আমার স্মৃতির বাঁধন খুলে
কি যে পাই আর যাই ভুলে
কোন পাড়ে আছ তুমি
কোন পাড়ে আমি
তা খুঁজি বারে বারে গগণে গগণে ॥

সত্য সূর্য্যের মতো
তাকে ঢাকা দেওয়া যায় না।
ক্ষণিক মেঘাচ্ছন্ন হতে পারে
কিন্তু আলো তার ফুটবেই।

১৩

রাতের কথা দিনের বেলায়
বলব কেমন করে

সারাটা রাত কাটলো যখন
আঁধার বাসর ঘরে।
সে সব কথা মনে হলে
সুখী হও যদি
আমি ফুলে ফুলে ভরিয়ে দেব
তোমার হৃদয় নদী।
বধূ করে রাখবো তোমায়
সারা জীবন ধরে।
কখনো যদি
সন্ধ্যা আসে
চোখে নামে জল
মনে করো সে
সুখের বাদল
ঝরছে সুখে
ঝরছে দুখে
তোমার দু'চোখ ভরে।

১৪

আকাশে উঠেছে চাঁদ
তুমি কোথায়
আমি কোথায়
কী বেদনায় হারিয়ে গেলাম
দুজন
সেই ব্যথিত সন্ধ্যায় ॥
যখন সে কথা মনে পড়ে
দু'চোখে বৃষ্টি ঝরে
সে কথা বারে বারে
আমাকে কাঁদায়।
তুমি কোথায়
আমি কোথায়।
আবার যদি দেখা হয়
মধু যামিনীর তীরে
যদি দেখা হয়
গ্রাম-নগরের ভীড়ে
সেই কথা মনে রেখ
দু'জন যে কেঁদেছিলাম
কী বেদনায়।
তুমি কোথায়,
আমি কোথায়।

১৫

আমাকে খুঁজিতে এসে
যদি দেখ দরজাটা খোলা নেই
টোকা দিও জানালায়
নাম ধরে ডাকিও আমায় ॥
আমাকে খুঁজিতে এসে
ক্ষণিক দাঁড়িয়ো ফুল বনে
যদি ফুল দিতে দেরি হয়
আঘাত নিয়োনা মনে
অভিমানে নিয়োনা বিদায় ॥
আমি জানি, শুধু আমি জানি
তুমি যে কত অভিমানী
তুমি এসে এসে ফিরে যাও
কোন কথা নাহি কও
আমি দিন-রাত কাঁদি শুধু
সেই বেদনায় ॥

১৬

আমায় শক্তি দিয়ো
ভক্তি দিয়ো
যেন তোমার সভায় গাইতে পারি গান
আমার গানের সুরে সুরে
যেন ভরিয়ে দিতে পারি বিশ্বজনের প্রাণ ॥
আকাশ হতে তারা দিয়ো
সাগর হতে মুক্তো দিয়ো
জুঁই চামেলির সৌরভ দিয়ো
যেন গানে গানে বলতে পারি
সবি তোমার দান ॥
আমার গানে ক্লান্তি এলে
আগুন দিয়ো জ্বেলে
যেন তারি আলোয়
হৃদয় ভরে
ছড়িয়ে দিতে পারি তোমার
বিশ্বময়ী দান ॥

১৭

আমার কথা
আমার ব্যথা
জানতে তুমি চাওনি
আমার বুকে
তোমার ওমুখ

দেখতে তুমি পাওনি
আমার গানে
যখন ফোটে হাজার কুসুম কলি
সুরে সুরে বেজে ওঠে গানের তারাগুলি
বেজে ওঠে আমার হৃদয়
তাকে চিনতে পাওকি
বেদনাতে আর্ত হলে
গভীর নিশীথ রাতে
তখন যে থাকে মোর সাথে
তুমি তাকে চিনতে পার কি।

১৮

মালতী নামের ছোট্ট নামটি
আমার ঠিকানা
সেখানে খুঁজে পাবে
আমার নিত্য আনাগোনা।
সে নামের মনে মন্দিরে
আমার প্রতিদিন ফুল দেওয়া
সেখানে আমার তুমি কে
বারে বারে ফিরে পাওয়া
সেখানে রয়েছে আমার হৃদয়ের কনা
মালতী .....॥
আমি আকাশে তার
সুরের পাখা দেখেছি
আমি দু'চোখে তার
মায়ায় কাজল মেখেছি
আমার সব জুড়ে মালতী
সে আমার স্নিগ্ধ মায়াবতী
সে আমার দেখা, অদর্শনা
মালতী নামের ছোট্ট নামটি
আমার ঠিকানা
সেখানে আমার নিত্য আনাগোনা।

১৯

খাঁটি সোনার দেশ আমার
ঝড় বাদলের দেশ
এই দেশেতে জন্ম আমার
এই মাটিতেই শেষ।
এমন পাহাড় সাগর নদী
তরুলতা মহৌষধি

ঢেউ খেলানো শস্য ভূমি
পাবেনাক কোথাও তুমি
এমন মুগ্ধ প্রাণের পরিবেশ ॥
এমন মিষ্টি তালের সুবাস
বাদলভরা এমন আকাশ
রোদ-বৃষ্টি এত বিলাস
সে যে আমার ঝড় বাদলের দেশ
তার রূপের নেইক শেষ।
দুঃখে-শোকে কাতর হলে
এরই মাটির বুকে নিই বিশ্রাম।
এর মাটিতেই ফসল ফলাই
দিয়ে বুকের ঘাম
এ মাটিরই নিরপত্তায়
পরি সেনার বেশ ॥
আমার রাতের চোখে দিনের স্বপ্ন
শ্যামলী এই দেশ।

২০

কেন তুমি আমায় উদাস করো
কেন কাঁদাও কাকন কংকনে
কেন বাজাও শ্যামের বাঁশি
আমার বেদনার কাশবনে ॥
আমার মন বসে না যে কোন কাজে
শুধু তোমার পাগল করা মধুর হাসি
আমার হৃদয়ে বিরাজে
তুমি কেমন করে এমন হাসো
আপন মনে।

তুমি শুনতে পাওকি
আমি তোমায় গান শোনাতে
কেমন করে গলা সাধি
কেমন করে তোমার তরে
নিশীদিন কাঁদি।
ফিরে এসো জোছনা রাতে
ফিরে এসো সুপ্রভাতে
প্রাণখুলে গাইবো গান মোরা দু'জনে ॥

২১

তোমাকে পেয়ে আমি
আকাশ পেয়েছি
তুমি আমাকে ছেড়ে যেয়োনা যেয়োনা

তোমাকে আমি যে ফুল দিলাম
সে ফুল ফেলে দিয়ো না ॥
যেয়োনা যেয়োনা
তুমি এসে একটু পাশে বসো
একটু আদর দিয়ে একটু ভালোবাসো
আমার কাছে প্রেম, শুধু প্রেম ছাড়া
কিছু চেয়ে না ॥
যেয়োনা যেয়োনা
তুমি আমার জয়ের মালা
আঁধার রাতের প্রদীপ থালা
শিশির ভেজা ভোরের আলো
তুমি আমার মন্দ ভালো
আমাকে ছেড়ে যেয়োনা যেয়োনা ॥

কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি

ওরা চল্লিশজন কিংবা আরো বেশি
যারা প্রাণ দিয়েছে ওখানে–রমনার রৌদ্রদগ্ধ কৃষ্ণচূড়ার গাছের তলায়
ভাষার জন্য, মাতৃভাষার জন্য–বাংলার জন্য।
যারা প্রাণ দিয়েছে ওখানে
একটি দেশের মহান সংস্কৃতির মর্যাদার জন্য
আলাওলের ঐতিহ্য
কায়কোবাদ, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের
সাহিত্য ও কবিতার জন্য–
যারা প্রাণ দিয়েছে ওখানে
পলাশপুরের মকবুল আহমদের
পুঁথির জন্য–
রমেশ শীলের গাথার জন্য,
জসীমউদ্‌দীনের 'সোজন বাদিয়ার ঘাটের' জন্য।
যারা প্রাণ দিয়েছে
ভাটিয়ালি, বাউল, কীর্তন, গজল
নজরুলের "খাঁটি সেনার চেয়ে খাঁটি
আমার দেশের মাটি।"
এ দুটি লাইনের জন্য
দেশের মাটির জন্য,
রমনার মাঠের সেই মাটিতে
কৃষ্ণচূড়ার অসংখ্য ঝরা পাপড়ির মতো
চল্লিশটি তাজা প্রাণ আর
অঙ্কুরিত বীজের খোসার মধ্যে
আমি দেখতে পাচ্ছি তাদের অসংখ্য বুকের রক্ত।
রামেশ্বর, আবদুস সালামের কচি বুকের রক্ত
বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে সেরা কোনো ছেলের বুকের রক্ত।
আমি দেখতে পাচ্ছি তাদের প্রতিটি রক্তকণা
রমনার সবুজ ঘাসের উপর
আগুনের মতো জ্বলছে, জ্বলছে আর জ্বলছে।
এক একটি হীরের টুকরোর মতো
বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছেলে চল্লিশটি রত্ন
বেঁচে থাকলে যারা হতো
পাকিস্তানের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ
যাদের মধ্যে লিংকন, রকফেলার,
আরাগঁ, আইনস্টাইন আশ্রয় পেয়েছিল
যাদের মধ্যে আশ্রয় পেয়েছিল
শতাব্দীর সভ্যতার
সবচেয়ে প্রগতিশীল কয়েকটি মতবাদ,
সেই চল্লিশটি রত্ন যেখানে প্রাণ দিয়েছে
আমরা সেখানে কাঁদতে আসিনি।

যারা গুলি ভরতি রাইফেল নিয়ে এসেছিল ওখানে
যারা এসেছিল নির্দয়ভাবে হত্যা করার আদেশ নিয়ে
আমরা তাদের কাছে
ভাষার জন্য আবেদন জানাতেও আসিনি আজ।
আমরা এসেছি খুনি জালিমের ফাঁসির দাবি নিয়ে।

আমরা জানি ওদের হত্যা করা হয়েছে
নির্দয়ভাবে ওদের গুলি করা হয়েছে
ওদের কারো নাম তোমারই মতো ওসমান
কারো বাবা তোমারই বাবার মতো
হয়তো কেরানি, কিংবা পূর্ব বাংলার
নিভৃত কোনো গাঁয়ে কারো বাবা
মাটির বুক থেকে সোনা ফলায়
হয়তো কারো বাবা কোনো
সরকারি চাকুরে।
তোমারই আমারই মতো
যারা হয়তো আজকেও বেঁচে থাকতে
পারতো,
আমারই মতো তাদের কোনো একজনের
হয়তো বিয়ের দিনটি পর্যন্ত ধার্য হয়ে গিয়েছিল,
তোমারই মতো তাদের কোনো একজন হয়তো
মায়ের সদ্যপ্রাপ্ত চিঠিখানা এসে পড়বার আশায়
টেবিলে রেখে মিছিলে যোগ দিতে গিয়েছিল।
এমন এক একটি মূর্তিমান স্বপ্নকে বুকে চেপে
জালিমের গুলিতে যারা প্রাণ দিল
সেই সব মৃতদের নামে
ফাঁসি দাবি করছি।
যারা আমার মাতৃভাষাকে নির্বাসন দিতে চেয়েছে তাদের জন্যে
আমি ফাঁসি দাবি করছি
যাদের আদেশে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে তাদের জন্যে
ফাঁসি দাবি করছি
যারা এই মৃতদেহের উপর দিয়ে
ক্ষমতার আসনে আরোহণ করেছে
সেই বিশ্বাসঘাতকদের জন্যে।
আমি তাদের বিচার দেখতে চাই।
খোলা ময়দানে সেই নির্দিষ্ট জায়গাতে
শাস্তিপ্রাপ্তদের গুলিবিদ্ধ অবস্থায়
আমার দেশের মানুষ দেখতে চায়।

পাকিস্তানের প্রথম শহীদ
এই চল্লিশটি রত্ন,
দেশের চল্লিশ জন সেরা ছেলে

মা, বাবা, নতুন বৌ, আর ছেলে মেয়ে নিয়ে
এই পৃথিবীর কোলে এক একটি
সংসার গড়ে তোলা যাদের
স্বপ্ন ছিল–
যাদের স্বপ্ন ছিল আইনস্টাইনের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে
আরো গভীরভাবে বিশ্লেষণ করার,
যাদের স্বপ্ন ছিল আণবিক শক্তিকে
কীভাবে মানুষের কাজে লাগানো যায়
তার সাধনা করার,
যাদের স্বপ্ন ছিল– রবীন্দ্রনাথের
'বাঁশিওয়ালার' চেয়েও সুন্দর
একটি কবিতা রচনা করার,
সেই সব শহীদ ভাইয়েরা আমার
যেখানে তোমরা প্রাণ দিয়েছ
সেখানে হাজার বছর পরেও
সেই মাটি থেকে তোমাদের রক্তাক্ত চিহ্ন
মুছে দিতে পারবে না সভ্যতার কোনো পদক্ষেপ।

যদিও অগণন অস্পষ্ট স্বর নিস্তব্ধতারকে ভঙ্গ করবে
তবুও বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই ঘন্টা ধ্বনি
প্রতিদিন তোমাদের ঐতিহাসিক মৃত্যুক্ষণ
ঘোষণা করবে।
যদিও ঝঞ্ঝা-বৃষ্টিপাতে–বিশ্ববিদ্যালয়ের
ভিত্তি পর্যন্ত নাড়িয়ে দিতে পারে
তবু তোমাদের শহীদ নামের ঔজ্জ্বল্য
কিছুতেই মুছে যাবে না।
খুনি জালিমের নিপীড়নকারী কঠিন হাত
কোনোদিনও চেপে দিতে পারবে না
তোমাদের সেই লক্ষ্যদিনের আশাকে,
যেদিন আমরা লড়াই করে জিতে নেব
ন্যায়-নীতির দিন
হে আমার মৃত ভাইরা,
সেই দিন নিস্তব্ধতার মধ্য থেকে
তোমাদের কণ্ঠস্বর
স্বাধীনতার বলিষ্ঠ চিৎকারে
ভেসে আসবে
সেই দিন আমার দেশের জনতা
খুনি জালিমকে ফাঁসির কাষ্ঠে
ঝুলাবেই ঝুলাবে
তোমাদের আশা অগ্নিশিখার মতো জ্বলবে
প্রতিশোধ এবং বিজয়ের আনন্দে।

চট্টগ্রাম, সন্ধ্যা ৭টা, ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২